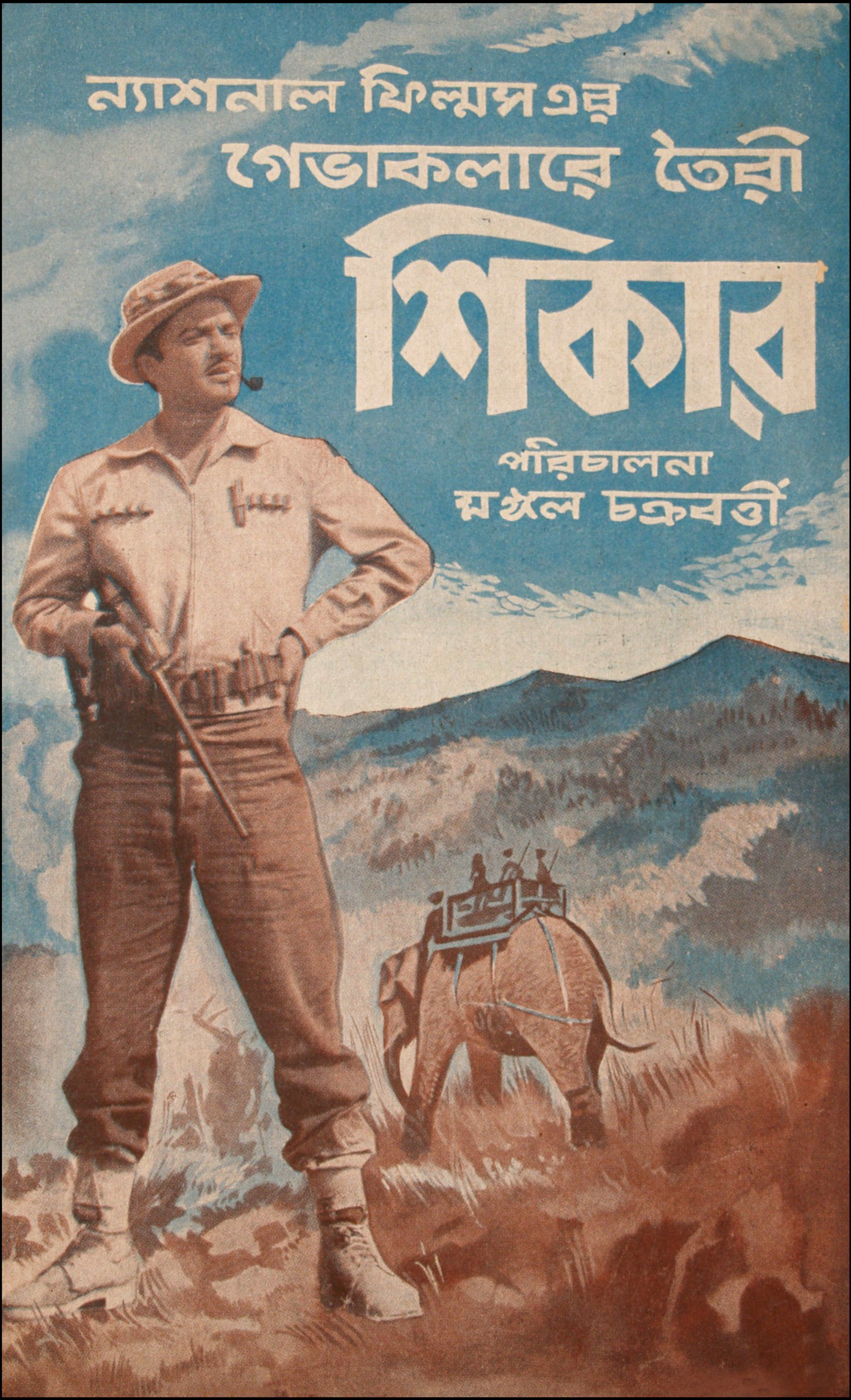
ন্যাশনাল ফিল্মস্‌এর
গেভাকলারে তৈরী
শিকার
পরিচালনা
মঙ্গল চক্রবর্ত্তী

ন্যাশনাল ফিল্মস-এর নিবেদন

শিকার

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা
মঙ্গল চক্রবর্ত্তী

কাহিনী—রাসবিহারী লাল   সঙ্গীত—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

সংলাপ—মঙ্গল চক্রবর্ত্তী ও রাসবিহারী লাল

প্রযোজনা—গোবিন্দ চন্দ্র বর্ম্মন

চিত্রশিল্পী—সুহৃদ ঘোষ

প্রধান সম্পাদক—বিশ্বনাথ নায়ক

গীতিকার—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। শব্দযন্ত্রী. সংলাপে—অতুল চট্টোপাধ্যায়, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, অবনী চট্টোপাধ্যায়. দেবেশ ঘোষ। সঙ্গীত গ্রহণে—সত্যেন চট্টোপাধ্যায়, মিনু কারভ্রাক। আবহ সঙ্গীত—রবীন চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গীত অনুস্থতি—ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা। শিল্প নির্দেশনা—সত্যেন রায়চৌধুরী। সহযোগী সম্পাদক—দেবীদাস গাঙ্গুলী। রূপসজ্জা—মদন পাঠক। বেশকারী—রাধানাথ নায়ক। আলোক সম্পাত—কেনারাম হালদার। প্রধান উপদেষ্টা—চন্দ্রশেখর বর্ম্মণ। প্রধান কর্ম্মসচীব—সোমেন বন্দ্যোপাধ্যায় [মামা]। সংগঠন—গিরিজাশঙ্কর দত্ত। ব্যবস্থাপনা—ধীরেন দাস [কালো]।

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনা—পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী, হিমাংশু দাসগুপ্ত, সুরেন চক্রবর্ত্তী, শ্যামল চট্টোপাধ্যায়, অমর মুখোপাধ্যায়। চিত্রায়ণ—সুকুমার সী, ভবতোষ ভট্টাচার্য্য, অজিত চক্রবর্ত্তী। শব্দানুলেখনে—সুজীত সরকার। সম্পাদনা—প্রভাকর দাঁতে, অনিল নন্দন। শিল্প নির্দ্দেশনা—রবি ঘোষ। ব্যবস্থাপনা—নিতাই মজুমদার, গুঞ্জবীর গুরুং। রূপসজ্জা—কার্ত্তিক দাস, জামাল। আলোক নিয়ন্ত্রণ—কেষ্ট দাস, ব্রজেন দাস, মঙ্গল সিং, কালীচরণ, রাম খেলয়ান, জগন ভকত।
নৃত্য—ভারতী রায়। মৃৎ শিল্পে—প্রহ্লাদ পাল, হেমেন দে।

অভিনয়াংশে

উত্তমকুমার, অরুন্ধতী

অসিতবরণ, নির্ম্মলকুমার, দীপক মুখার্জ্জি, অমর মল্লিক, অরুণপ্রকাশ, মিহির ভট্টাচার্য্য, স্বরূপকুমার, ভগীরথ শর্ম্মা, শ্রীমান দেবাশীষ, কমলা, ভারতী, নমিতা, সন্ধ্যা, আশা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মোহর লাল দাঁর "দি আর্ম্মারী"। লক্ষ্মী জুয়েলার্স। ওরিয়েন্ট কেন হাউস, ইষ্টার্ণ কার্পেট্স্। সুখেন্দু বিকাশ পাল চৌধুরী [রেঞ্জার কাজিরঙ্গা]। রাজা রাও [ম্যানেজার সোয়াং কোলীয়ারী] ডাঃ চণ্ডীচরণ ঘোষ। ডাঃ এস, কে, দাস। ডাঃ জি, কে, নাগ। এ্যাভিনিউ নার্সিং হোম। কেশবলাল মুখোপাধ্যায়। সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়। স্থির চিত্রে—এডনা লরেঞ্জ [প্রাইভেট] লিঃ।

নিউ থিয়েটার্স ১নং এবং ন্যাশনাল সাউণ্ড স্টুডিওতে গৃহীত।

একমাত্র পরিবেশক—**বিশ্বভারতী পিকচার্স**

কাহিনী

আঘাত থেকে দুঃখের অনুভূতি। সে অনুভূতি মনে জাগায় প্রশ্ন—প্রশ্ন থেকে জ্ঞান—জ্ঞান থেকে মুক্তি।

বেদান্তের এই অমর সত্য কোটি কোটি ভগ্নাংশে বিশ্ব প্রকৃতিতে ছড়িয়ে আছে। তাই মানুষ ভুল করে বসে। সত্যের একটি ভগ্নাংশকে উপলব্ধি করেই সে ভাবতে থাকে সব কিছু জানা হয়ে গেছে তার॥ কিন্তু জানার তো শেষ নেই। তাই কোন এক অসতর্ক মুহূর্ত্তে সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। পড়ে গিয়ে ক্ষুব্ধ হয়—আশ্চর্য্য মুদ্রায় বিস্মিত হয়ে নিজেকে বিশ্লেষণ করতে করতে এগিয়ে চলে। এই পথ চলায় তাকে বারবার পড়তে হয়—উঠতে হয়—এ উত্থান আর পতন তাকে একদিন সম্পূর্ণ সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। তখনই সে পায় মুক্তি—পায় চরম আনন্দানুভূতি।

এই কাহিনীর নায়িকা সুজাতার স্বামী ফুলশয্যার রাত্রেই মোটর দুর্ঘটনায় মারা যায়। স্তব্ধ, নিথর, নিস্পন্দ নব বধূ সুজাতা বিধবার বেশে পিত্রালয়ে ফিরে যায়। এই আকস্মিক আঘাতে সুজাতা ভেঙ্গে পড়ে—ভাবতে থাকে, যাঁর সঙ্গে মাত্র ক'দিন আগেও পরিচয় ছিল না তারই মৃত্যুতে সব কিছু শূণ্য হয়ে যায় কেন? তবে কি এটা সংস্কার? মৃত্যুর পর সব কিছুরই সমাপ্তি ঘটে, না এর পরও জীবনের গতি চলমান থাকে? জীবনের এই সংকীর্ণ পরিধিতে কেনই বা মানুষ জন্মায় কেনই বা মানুষ মরে? এই জীবন-জিজ্ঞাসা তাকে জন্ম-মৃত্যুর দুর্জ্ঞেয় রহস্য সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে। বৈধব্যের আকস্মিক আঘাতে সে চলে বৈরাগ্যের পথে—দিনরাত দর্শনের গবেষণায় নিজেকে ডুবিয়ে রাখে—যদি তার জিজ্ঞাসার উত্তর মিলে।

দিন কাটে। সুজাতা কিছুতেই শান্তি পায় না। দিদি ও ভগ্নিপতী আসামের ডেপুটী ফরেষ্ট অফিসার রাজীবের অনুরোধে সুজাতা তাঁদের কাছে চলে যায়। সেখানে বনানীর শোভা সুজাতার মনকে স্পর্শ করে। সুজাতা সহজ হতে থাকে।

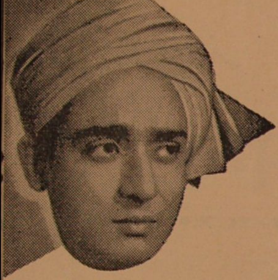

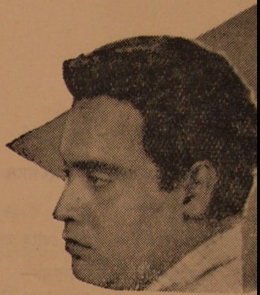

আরণ্যক পরিবেশে তিনটী পুরুষের সত্যের পরিচয় হয়। আসামের বিরাট চা বাগানের মালিক, রজত চৌধুরী, রবের বন্ধু। তরুণ সন্ন্যাসী দীপানন্দ, যার সঙ্গে সুজাতার ·চলত দর্শনের ; তত্ত্বালোচনা আর এক অস্বাভাবিক কুলীশ কঠিন মানুষ—শিকারী অরিন্দম,াজীবের বাল্য বন্ধু। রজত চৌধুরী ভোগী—যা তার চোখে ধরে তা তার ই-ই। সুজাতা তাকে বুঝতে পারে। ভয় করে না। দীপানন্দের পাণ্ডিত্য, র্শ ও সংযম সুজাতাকে শ্রদ্ধাবনত করে রাখে। কিন্তু মানুষের প্রতি শিকারী অদমের চরম ঘৃণায় সুজাতা শিউরে উঠে—তাই অরিন্দমকে সে কিছুতেই সহ্য করতে র না।

ক্রমে ক্রমে সুজাতাকে কেন্দ্র করে তিন পুরুষই সচেতন হয়ে উঠে। রজত তার রূপে মুগ্ধ। দীপানন্দ তার বৌ সৌন্দর্য্যের পূজারী। অরিন্দম তার দুর্ব্বলতায় ক্ষিপ্ত। তাই কারণে অকা সে সুজাতাকে অপমান করে—আঘাত করে। সুজাতার কাছে অরিন্দম অসহ্য হ উঠে। কিন্তু একদিন সুজাতা অরিন্দমের এই ব্যবহারের রহস্য জানতে পারে এ মনে মনে দুঃখ অনুভব করে। একদিন রজতের উদ্যোগে ও অনুরোধে গভীর জল শিকারে রওয়ানা হয় তারা। সুজাতাও সঙ্গে যায়। আরণ্যক পরিবেশে আদিম প্রবৃত্ত তাদের মধ্যে মাথা চাড়া দিতে থাকে। সুজাতার কাছে একে একে সকলের স্বর প্রকাশ পায়। ঘটনার নাটকীয় মুহূর্তে সুজাতা বিশ্বপ্রকৃতি ও জীবনের সেই চরম সকে জানতে পায়।

গায়ন্তী দেবাকিলগীতকানি
ধন্যাস্তুতে-ভাভূমি-ভাগে
স্বর্গাপবর্গাসপমার্গভূতে
ভবন্তি ভূয়াঃ যাঃ সুরত্বাৎ ॥

দেবতারা তাদের প্রশংসায় গেয়ে উঠেন,—যাঁরা ভারতের বিত্র ভূমিতে জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁরা ধন্য। কারণ এই পবিত্র ভূমিতে মুক্তি ও জ্ঞানের সহস্র পথ উন্মুক্ত রয়েছে। রতের দার্শনিক চিন্তা কোনদিনই মানুষের পতনে বিশ্বাস করে না।

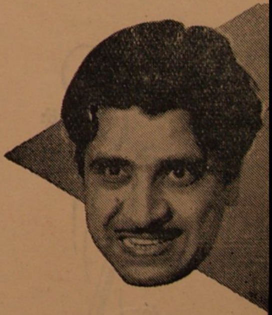

সঙ্গীত

[১]

সরমে জড়ানো আঁখি মুখপানে মেলে রাখি
বল কিছু আমি শুনি,
আবেশে হৃদয় পাবার মোহে স্বপনের জাল বুনি।
যায় যদি যায় রাত যাক্‌না—
শুধু হাতের পরশ হাতে থাক্‌না—
শোনাব তোমায় আমার গানে স্বপনের ফালগুনি।
তুমি শোনাবে আমি শুনবো
তুমি দোলাবে আমি দুলবো
তোমার হাসি তোমার কথায়
চিরদিনই ভুলবো ॥
মুখপানে চেয়ে তুমি হাসলে
মনে হয় বুঝি ভালোবাসলে—
নীরবে না হয় দু'জনে মিলে আকাশের
তারা গুনি—

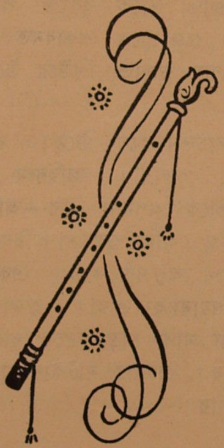

[২]

না জানি কোন ছন্দে একি দোলা জাগে,
আজ আমার এত কেন ভাল লাগে।
ঝির ঝির ঝির হাওয়ায় দোলা বন,ফুলের কুঞ্জে,
গুণ গুণ গুণ সারাবেলা মৌমাছি ঐ গুঞ্জে।—
এ জীবনে এ লগন আসেনি তো আগে ॥
ওরে পলাশ পারুল তোরা শোন্,
হায় হারিয়ে গেছে আমার মন।
বুঝি আকাশে বাতাসে তাই এই দোলা লাগে॥
রিম ঝিম ঝিম নেশা লাগে মহুল ফুলের গন্ধে,
রুম ঝুম ঝুম কার নূপুরের সুর বাজে ছন্দে—
এ জীবন যেন আজ ভরে অনুরাগে ॥

[৩]

আমায় কৃপা কর হে দয়াময়
তোমার চরণে প্রভু দিও ঠাঁই ॥
জানি তুমি আছ ক্ষমা সুন্দর
পাপের পঙ্কে যদি ডুবে যাই ॥
যে লোহার বঁটিতে কাটে পূজারই ফল
সে যে ব্যাধের অস্ত্রে হয় হিংসা বল ॥
পরশমনির কাছে কোনদিনও
তাদের যে কোনও ভেদাভেদ নাই ॥
পান করে সকলেই তটিনীর জল,
সে যে নালাতে কভুও প্রভু নহে নির্ম্মল
গঙ্গায় মিশে তারা এক হয়ে যায়
কেন দুটিরে পৃথক করে দেখিতে বা চাই ॥

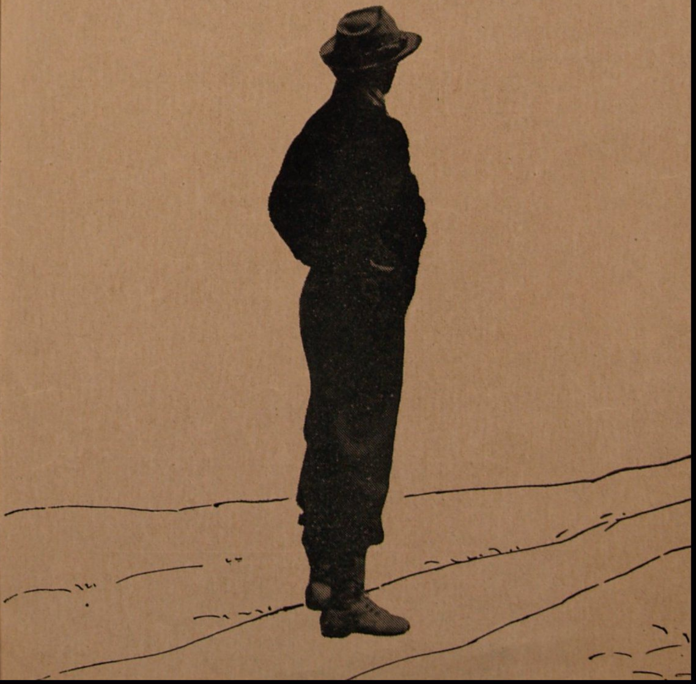

মাহুত বন্ধু রে

হিমালয়ের পায়ে পায়ে, চম্পা নদীর ধারে ধারে সবুজ বনের ফাঁকে ঐযে ছোট ছোট ডেরা—ওখানে থাকে মাহুতের দল। ওরা তরুণ। মনে দুঃর্জয় সাহস। বনে বনে ঘোরে। হাতী ধরে।

যৌবনের জোয়ার নিয়ে ছুটে আসে পাহাড়ী মেয়েরা। অবাক হ'য়ে দেখে। খিল খিল ক'রে হাসে। কথা কয়। হৃদয়ে রঙ্ লাগে। নাচে। গায়। আশায় আশায় বুক বাঁধে।

হঠাৎ হাতীর দল ক্ষেপে উঠে। আঁধার রাত ঘনিয়ে আসে। মনের আকাশে ঝড় উঠে। চম্পা নদী সাক্ষী থাকে। বনভূমি লিখে চলে এদের কথা।

ডাঃ ভুপেন হাজারিকা। বয়সে তরুণ। কল্পনা বিলাস। এক সময় অধ্যাপনা করতেন। স্বর সাধনা তার ধর্ম্ম। শিল্প সাধনা তার নিত্যপূজা। ঐ সব পাহাড়ী মেয়ে, তরুন মাহুত দল, গাঁও বুড়া, জংলা হাতী, নদী, পাহাড়, বানবাদার হাজারিকাকে দেয় নূতন আলো। তাই তিনি এ'দের নিয়ে ছবি গড়ে চলেছেন। সে এক আশ্চর্য্য ছবি। ছবির নাম মাহুত বন্ধুরে।

এ ছবি আনবে নূতন যুগ। বিশ্বের বাজারে পাবে জয়ের মালা। বাংলার বাড়বে গৌরব।

যে মহাকবির কাব্য ভাবে, ভাষায় ছন্দে ঝঙ্কারে যুগ যুগ ধ'রে সাহিত্য-ভাণ্ডারে অমর হ'য়ে আছে সেই আত্মভোলা মানুষটীর জীবনের ঘটনা অপরূপ নাট্যে সুষমায় জীবন পেয়েছে

সিন্ধু ফিল্মস্ এর

কবি কালিদাস

হিন্দি চিত্রে

কবির ভূমিকায় অংশ নিয়েছেন **ভারত ভূষণ** সঙ্গে রয়েছেন

নিরুপা রায়, অনিতা গুহ, সপ্রু

ও আরও অনেকে।

দেখবার অপেক্ষায় থাকুন।

পরিবেশক—**বিশ্বভারতী পিকচার্স**

বিশ্বভারতী পিকচার্স কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং
জুবিলী প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।